ইন্দ্রজাল কমিক্স

কালো মুক্তার কণ্ঠহার

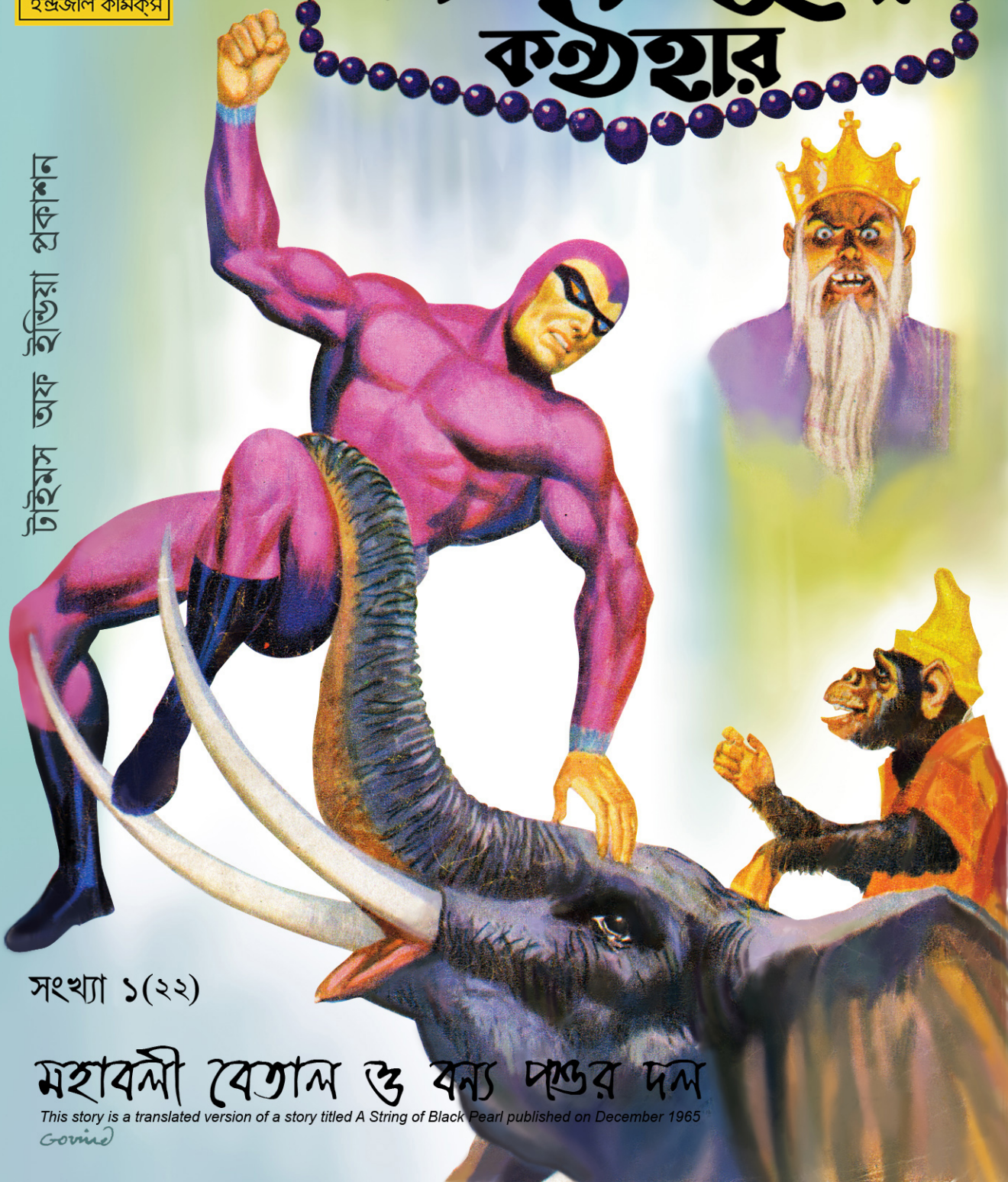

টাইমস অফ ইন্ডিয়া প্রকাশন

সংখ্যা ১(২২)

মহাবলী বেতাল ও বন্য পশুর দল

This story is a translated version of a story titled A String of Black Pearl published on December 1965

Govind

যে কোন বাংলা পিডিএফ ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন

www.boierpathshala.blogspot.com

www.boidownload.com

www.boidownload24.blogspot.com

facebook.com/bnebookspdf

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি কিংবা সংরক্ষণ করি না। শুধুমাত্র যে সব পিডিএফ অনলাইনে পাওয়া যায় তা শেয়ার করি।

বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনে পড়ুন। কারন কাগুজে বই পড়ার মজা আর কিছুতেই পাবেন না।

যদি কোন অভিযোগ বা পরামর্শ থাকে, তবে আমাদের মেইল করুন

ইমেইল jirograbity@gmail.com

আমাদের সাইটটি ভালো লাগলে শেয়ার করবেন।

ঙনধর

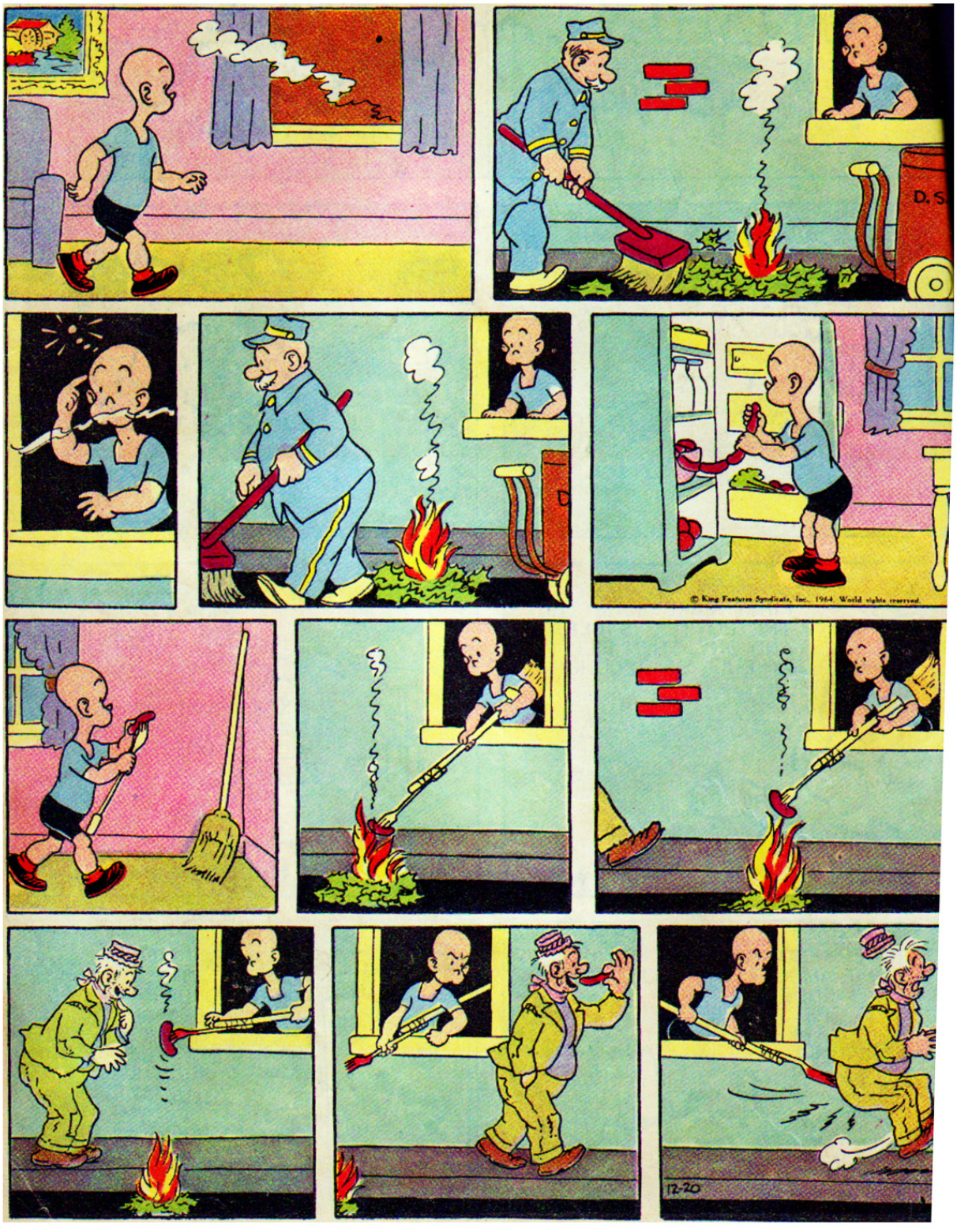
D.S
© King Features Syndicate, Inc., 1964. World rights reserved.
12-20

মানব ইতিহাসের ধারা

–সাঁঝপিরী–

রোম

কিংবদন্তি অনুযায়ী, দেবতা মঙ্গলের জমজ ছেলেদের মধ্যে রোমুলাস, খ্রিঃপূঃ ৭৫৩ সালে রোম প্রতিষ্ঠা করেছিল।
জমজ ভাইদের টিবর নদীতে ডুবিয়ে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র হয়, কিন্তু নেকড়ে-মা দুধ পান করিয়ে বাঁচিয়ে রাখে তাদের। ভাই রেমাসকে খুন করে বসে রোমুলাস।

এট্রুস্কানস যোদ্ধা মূর্তি

প্রাচীন থালায় অঙ্কিত যুদ্ধহস্তী

খ্রিঃপূঃ ৫০৯ সালে রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইটালির উপদ্বীপসমূহ ছিল বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত। খ্রিঃপূঃ ২৭০ সালে সমগ্র ইটালী রোমের অধীনস্থ হয়েছিল।

খ্রিঃপূঃ ২৭৫ সালে ইপিরাসের সম্রাট পিরাস এর সাথে রোমের লড়াই হয়। পিরাস ২৫,০০০ সেনা নিয়ে পার হয়ে ২০টি যুদ্ধহস্তী নিয়ে রোম আক্রমণ করলেও পরাজিত হন এবং ইটালি পরিত্যাগ করেন সেই বছরেই।
খ্রিঃপূঃ ২৭৫ সালে ইটালি সংযুক্ত সাম্রাজ্যে পরিনত হয়ে ওঠে এবং শক্তিশালী রোমান আইনের প্রতিষ্ঠা হয়।

আধুনিক যুগ

হাইনরিখ স্কুলজ ন্যুরিমবার্গে ১৭২৭ সালে প্রমান করেছিলেন সিলভার সল্টের দ্রবন সুর্যালোকের দ্বারা গাঢ় হয়। কিন্তু তিনি স্থায়ী ছবি তৈরি করতে পারেন নি।

স্থায়ী ছবি তৈরি হয় আরো ১০০ বছর পর দীর্ঘ সময় সুর্যর আলোয় এক্সপাজার দিয়ে।

আলোকচিত্র

১২৫ বছর আগে যে প্লেট আলোকচিত্র তোলা হত তা খুব ধীর। কড়া সুর্যর আলোয় অন্ততঃ ১৫ মিনিট বসে থাকতে হত। এখন যে কেউ ১/১০০০ সেকেন্ড ছবি তুলতে পারে অনায়াসে।

বিদ্যুতের দ্বারা ১/৪ ইন্চি প্লাসটিকের ওপরও ছবি তোলা সম্ভব। কোন দ্রবন ছাড়াই ছবি পরিস্ফুটন করা হয় উত্তাপের সাহায্যে মাত্র ১/১০ সেকেন্ডে।

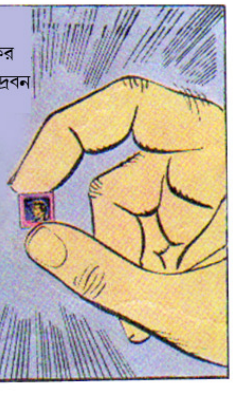

লেন্স ছাড়াও ছবি তোলা সম্ভব। লেজার বীমের সাহায্যে নেগাটিভ তৈরি করে অতি পরিস্কার ছবি পাওয়া যায়।

এক্স-রে তোলার জন্য লেন্স দরকার হয় না। একে বলা হয়

লেন্স হীন আলোকচিত্র

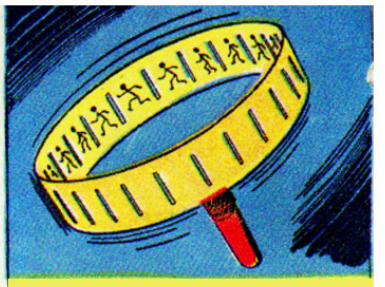

প্রথম নড়া ছবি ছিলো একটি খেলনা।
খেলনার চেরা অংশে চোখ রাখলে দেখা
যেত একটি শরীর নাচছে।

দুরদর্শন

দুরদর্শন দেখা যায় যেহেতু তোমার চোখ, দুটি কাজ করে।

১নং- তুমি যা দেখো তা তোমার চোখ ১/১৬ সেকেন্ড সময় ধরে রাখে।

২নং- কতকগুলো বিন্দু থেকে তোমার চোখ ছবি চিনে নিতে পারে।

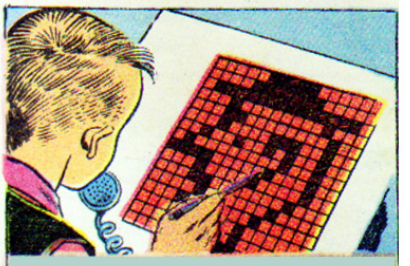

তুমিকি কখনো টেলিফোনের মাধ্যমে তোমার বন্ধুকে ছবি পাঠিয়েছ? ছবিটি গ্রাফ কাগজ আঁকো এবং বন্ধুকে বলো কোন অংশ গুলো ভরাট করেছো।

তোমার বন্ধু গ্রাফ কাগজ ভরাট করতে থাকবে ছবি সম্পুর্ন না হওয়া অবধি কোথায় কালো সাদা আর ধুসর আছে তা শুনে। (খবরের কাগজের বিবর্ধিত ছবিটি দেখ)

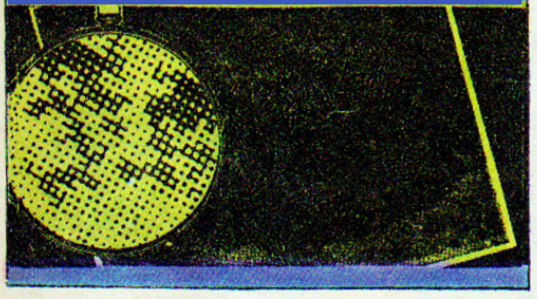

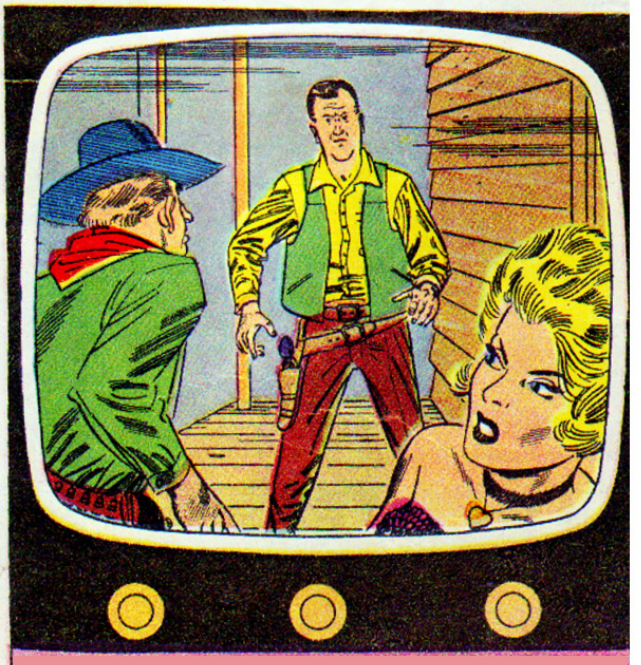

টেলিভিশান সেই দ্রুততায় কালো সাদা আর ধুসর অথবা রঙ গুলো তৈরি করতে থাকে তার পর্দায়।
ছবি গুলি দ্রুত পাল্টাতে থাকায় আমরা মনে করি সেগুলি নড়াচড়া করছে।

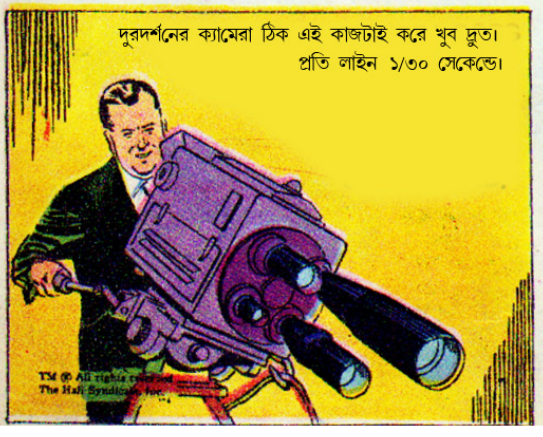

কুঞ্জু পিল্লাই

এর সাথে

পৃথিবী ভ্রমণ

---বি গোবিন্দ্

সময় শেষ হয়ে আসছে কিন্তু কুঞ্জু ঠিক করে ল্যাকস্রের প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র ছাড়াও সুইজারল্যান্ড আর ইতালি না দেখে সে ঘরে ফিরবে না।

ফ্রান্সের দক্ষিণ পশ্চিমে ল্যাকস্রের গুহায় প্রাচীন গুহাচিত্র যেখানে মানুষ ও পশুর প্রচুর চিত্র রয়েছে।

ফ্রান্স থেকে কুঞ্জু সুইজারল্যান্ড-এর জেনভায় রওনা হয়।

ইউরোপর প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত সুইজারল্যান্ড। ছোট কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা দেশটা কুঞ্জুকে মুগ্ধ করে।

সুইজারল্যান্ড-এর শাসনপ্রণালী সম্পর্কে কুঞ্জুর কোন ধারনাই ছিল না। দেশটিতে ৩০৯৫ সঙ্ঘ রয়েছে। প্রতিটি সঙ্ঘের নাগরিকই রক্ষা করে চলেছে সে দেশের সার্বভৌমত্ব। ঐ সঙ্ঘ গুলিই সুইজারল্যান্ড-এর গণতন্ত্রের কাঠামো। ২০বছর বয়স হবার পর প্রত্যেক পুরুষ নাগরিকই সঙ্ঘে সক্রিয় ভাবে যোগ দেয়।

কুঞ্জু আনন্দের সাথে দেখতে থাকে
জাতীয় অনুষ্ঠানের নাচ গান।

ল্যুক্রেনের হ্রদে আতসবাজির রোশনাই
দেখে তার মনে উদয় হয়
দেওয়ালির স্মৃতি।

কুঞ্জু সুইস রক্ষীদের দেখে ফ্রাইবার্গ-এর ধর্মীয়
অনুষ্ঠানে। হয়ত রোমেও সে একই দৃশ্য দেখবে।

ম্যাটারহর্ন সুইজারল্যান্ড-এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গে সূর্যোদয়।

সুইজারল্যান্ডবাসীরা প্রধানত ৪টি ভাষায় কথা বলে।
জার্মানী, ইতালি, ফরাসী আর রোমান। কুঞ্জু ইংরাজীতেই কথা বলতে থাকে।
জ্যুরিখ-এর মতো শহরে সবাই ইংরাজী বোঝে।

জ্যুরিখ

পূর্ব সুইজারল্যান্ড-এর গ্রাম্য পরিবেশ কুঞ্জুকে মুগ্ধ করে।

কুঞ্জু কিছুক্ষণ কাটিয়ে যায় রৌদ্রজ্বল পাহাড় আর হ্রদের কাছে
আগামীকাল সে মিলানে ফিরে যাবে।

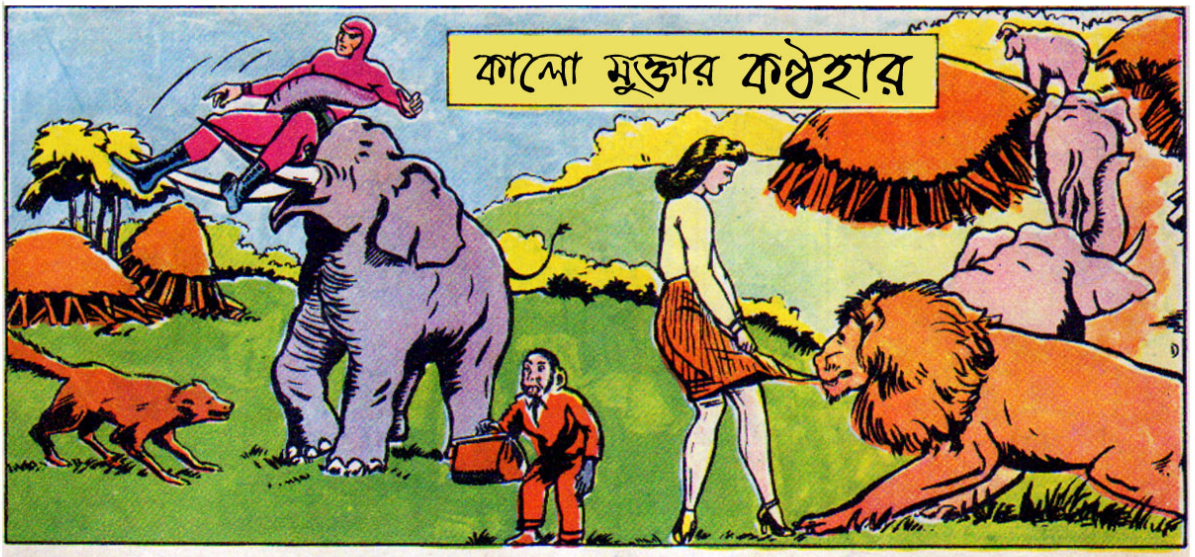

ওস্তাদ আর তার দলবল ডেনকালিতে হাজির 'বিশেষ' কারণে...

...ঠিক তখনই ডায়ানা চলেছে মূল্যবান পাথরের সংগ্রহ দেখতে...

...সবাই প্রদর্শকের সাথে চলে যাবার পরেও ডায়ানা মোহিত হয়ে থাকে কালো মুক্তার হারের মায়ায়...

একটা মেয়ের কাছে আমরা হেরে গেছি ওস্তাদ। বলে কিনা পাখি নিয়ে উড়ে গেছে।
নিশ্চয়ই কোন আকরেদের কাছে চালান করে দিয়েছে নজর রাখো ওর ওপরে।
কিন্তু আমিতো বলছি একটা পাখি ওটা নিয়ে পালিয়েছে!
বাহ! ভালো গল্পো বানিয়েছ তো। জানো রাজার ভাঁড়ারে চুরি মানে ফাঁসি ?
ডায়ানা গ্রেপ্তার? অসম্ভব...
এই কুঠুরীতে ডায়ানা বন্দী। ওর সাথে কথা বলা দরকার।
বিশ্বাস করো একটা পাখি জানালা দিয়ে উড়ে এসে হারটা নিয়ে উড়ে পালালো।
এইবার?
এইবার!
এইবার... ধরেছি ওর আকরেদটাকে...
দুঃখিত... (কান্না) আমার জন্যেই (কান্না)...
কান্নার সময় নেই ডায়ানা আমাদের জানতে হবে আসল চোরটা কে?
ডায়ানা ও বেতাল রাজার জেলখানায় বন্দী!
সত্যিই কি ওরাই চুরি করেছে হারটা?
আর কে করবে? পাখির গল্পোটা তুমি বিশ্বাস করো? তাছাড়া ঐ মুখোশধারী?
জেলার বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে থাকে।

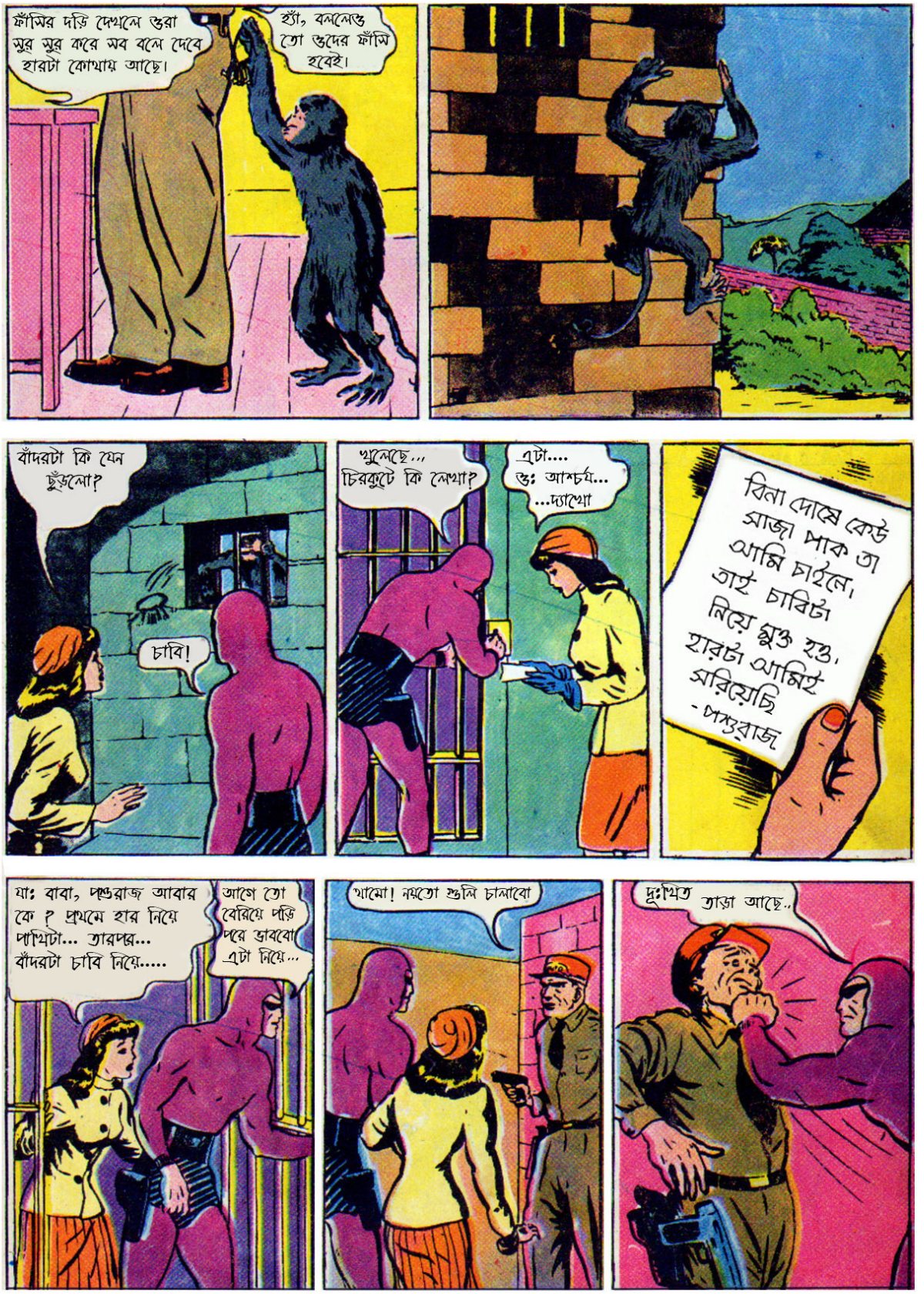
ফাঁসির দড়ি দেখলে ওরা সুর সুর করে সব বলে দেবে হারটা কোথায় আছে।
হ্যাঁ, বললেও তো ওদের ফাঁসি হবেই।
বাঁদরটা কি যেন ছুঁড়লো?
চাবি!
খুলেছে... চিরকুটে কি লেখা?
এটা.... ওঃ আশ্চর্য... ...দ্যাখো
বিনা দোষে কেউ সাজা পাক তা আমি চাইনে। তাই চাবিটা নিয়ে মুক্ত হও। হারটা আমিই সরিয়েছি
-পশুরাজ
যাঃ বাবা, পশুরাজ আবার কে? প্রথমে হার নিয়ে পাখিটা... তারপর... বাঁদরটা চাবি নিয়ে.....
আগে তো বেরিয়ে পড়ি পরে ভাববো এটা নিয়ে...
থামো! নয়তো গুলি চালাবো
দুঃখিত তারা আছে..

খোঁজো... ওরা পালিয়েছে...
ওঃ ওরা কি আমাদের ধরে ফেলবে?
শ্‌শ্‌শ্‌
সবুর করো ডায়ানা, আগে দেখি রাস্তা ফাঁকা কিনা...
মমমম.
চলে এসো ডায়ানা... একি? কোথায় গেল?
রুমালটা! এটা ফেলে ও চলে যাবে না। তাহলে কি রক্ষীরা ওকে ধরে ফেললো?
মেয়েটার কোনো খবর পাওয়া গেল? আর ওর সাকরেদটার?
নাঃ, দুজনেই যেন হাওয়া হয়ে গেছে।
যতই চেঁচাও খুকুমনি! কেউই শুনতে পাবেনা।
বাঁচাও বাঁচাও
কিন্তু ডায়ানা গরম কড়াই থেকে একেবারে উনুনে
কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাকে? পণ্ডরাজের কাছে?
এ্যাঁ...
ওস্তাদের তো অনেক নাম... কিন্তু পণ্ডরাজ? নাঃ এ নাম কখনো শুনিনি।

খাসা কাজ হয়েছে। এখন বলোতো খুকুমনি, মুক্তোর হারটা কোথায়?
এই জন্যে আমাকে ধরে এনেছো? ভুল করেছো। হারটা আমার কাছে নেই।
দুষ্টুমি করোনা খুকু! শিগগীর বলে ফেলো কোথায় হারটা, নয়তো বুঝবে লোকে কেন আমায় শুম্বাদ বলে!
কোনো কাজ হচ্ছে না শুম্বাদ!
হবে শুকে ছেড়ে দাও
ছেড়ে দেবো?
ওর পিছু নাও। তাহলেই হারটা পাওয়া যাবে।
কিন্তু ডায়ানা চলে যাবার পরই....
ডায়ানা! কোথায় ছিলে?
কতোগুলো দুষমন আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল... আর...
...শুম্বাদ নামে একটা লোক সে ও ঐ হারটা খুঁজছে...
ঐ যে বাঁদরটা! যে চাবি এনেছিল।
সাবাশ তুফান! আমরা ঐ বাঁদরটার পিছু নেবো। ঐ আমাদের পৌঁছে দেবে পশুরাজের কাছে।
পিছু নেওয়া গুন্ডার দল ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে

বাঁচতে চাইলে পালাও! ও আসছে...
পণ্ডরাজ?
বুনো হাতির পাল ধ্বংস করে চলে জংলীদের গ্রাম.....
আশ্চর্য! হাতিগুলো যেন জেনে বুঝেই দল বেঁধে গ্রামটা ধ্বংস করে গেলো।
ঐ যে হাতির পিঠে কে যেন বসে!
ঐ কি পণ্ডরাজ?
ব্যাঙ্কি
থামো! নয়তো গুলি চালাবো!
কেউই মানে না ওর হুকুম..... হাতিটা ভেঙে চলে গ্রামীন ব্যাঙ্কটা
হাতে নাতে তোমাকে ধরেছি পণ্ডরাজ!
আরে! এটাতো একটা শিম্পানজী...
পণ্ডরাজের আর এক অনুগত ভৃত্য
হাতির পিঠে শিম্পানজী আরে...
বেতাল ও শিম্পানজীর ধস্তাধস্তি চলতে থাকে হঠাৎ তীক্ষ্ণ শব্দ করে পণ্ডটা...

যেন হুকুম মেনেই হাতিটা বেতালকে শূন্যে তুলে ধরে ছুঁড়ে দেয়।
শিম্পানজী আর হাতিটা মিলে গ্রামটা শেষ করে ব্যাঙ্ক লুঠে পালালো।
হাতির পায়ের ছাপ আমাদের পশুরাজের কাছে পৌঁছে দেবে!
যদি সত্যিই পশুরাজ বলে কেউ থাকে!
হুমম! পায়ের ছাপ শেষ! এখন পশুরাজকে খোঁজা মানে খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা...
বেতাল ও ডায়ানা যখন শিম্পানজীর হুকুমে এগিয়ে চলা হাতির পালকে খুঁজতে থাকে...
...তখনই এক সেরা জুয়া ঘরের বাইরে
ওরে ওভাই শজারু ....
ওঃ—
এটা...
...মাগো
একটা শজারু ...
আমাকে বেরতে দাও...

দারুন কাজ শজারু ভাই সাবাশ...
এই কি তবে পশুরাজ?
পশুরাজের হদিস আমাদের বার করতেই হবে একি এখানে কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে?
বন্ধুকটা আমাকে দাও!
উঃ ছেড়ে দাও আরে আমিতো খুঁজছি কে আমাকে লুঠে নিলো
মনে হচ্ছে এর মধ্যেও পশুরাজ...বাঘা গন্ধ পেলি?
জুয়া ঘরের মালিক বলল শজারুর ভয়ে সবাই সরে যেতেই তার টাকা গুলো গায়েব হয়ে গেছে!
একটা জুয়ার ঘাঁটি! এইবার মনে হয় ঠিক রাস্তা পাওয়া গেছে।
আরও একটা জুয়ার ঘাঁটি! মনে হচ্ছে বেট্ট যেন হিসেব করে সাজিয়ে রেখেছে ...
বন্ধুর পথে নিশানা রাখতে বেতাল পায়ে হেঁটে চলতে শুরু করে...
একি? একদল বাঁদর ঠিক বন্ধুর মতো...
সত্যি কি মিস্টি!

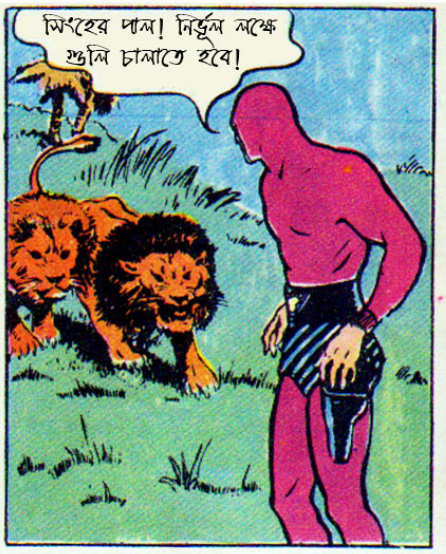

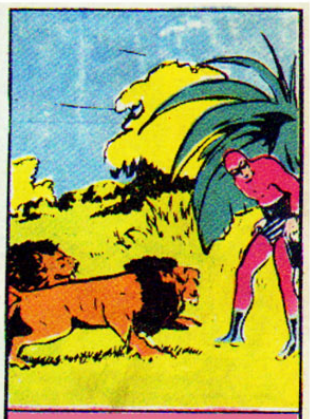

কিন্তু বাঁচার একমাত্র সম্বল পিস্তল দুটো বানরেরা হাতিয়ে নিয়েছে!

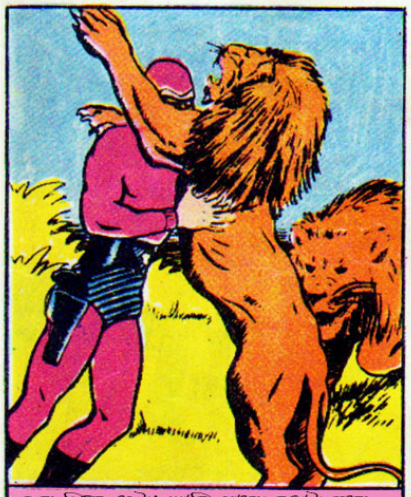

ওর পিস্তল নেই! খালি হাতে লড়াই করে চলে সিংহের সাথে!

কিন্তু অন্য সিংহটা পাকা মুষ্টিযোদ্ধার মতো থাবা দিয়ে আঘাত করে।

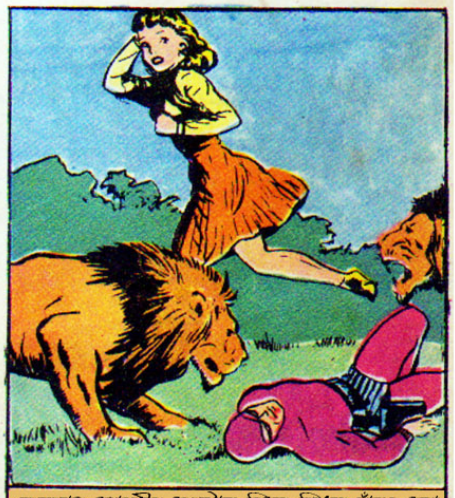

অসহায় জ্ঞানহীন দেহটার দিকে হিংস্র দাঁতগুলো নেমে আসে...

ছোড়ো ছানার মতো ওকে তুলে ধরে সিংহটা! ডায়ানার পোষাক ধরে টানতে থাকে খুব ধীরে...

বাঘা বোকো সিংহগুলো তাদের ক্ষতি করবে না! সে পশুদের ভাষা বোঝে।

লুকানো একটা দরজা খুলে যায়...

অবশেষে... পশুরাজ...
দারুন কাজ করেছিস সিম্পু! শিগগীর জল ঢেলে জাগা ওকে!
ব্যাস ব্যাস, ঠিক আছে সিম্পু, ওতেই হবে।
তুমিই পশুরাজ?
আশাকরি তোমার কোনো চোট লাগেনি? ওরাও মাঝে মাঝে ভুল করে বসে!
আমি ওদের নরম সরম হতে শিখিয়েছি! আমার হাতি কখনও খুন করেনি!
ওরা কিন্তু বেশ আমুদেও বটে!
খেয়েছে! এ আবার কী করবে?
ভয় পেওনা! নেহাৎই মজা!
যথেষ্ট হয়েছে! মজাই বটে এবার সরাও ওদের...

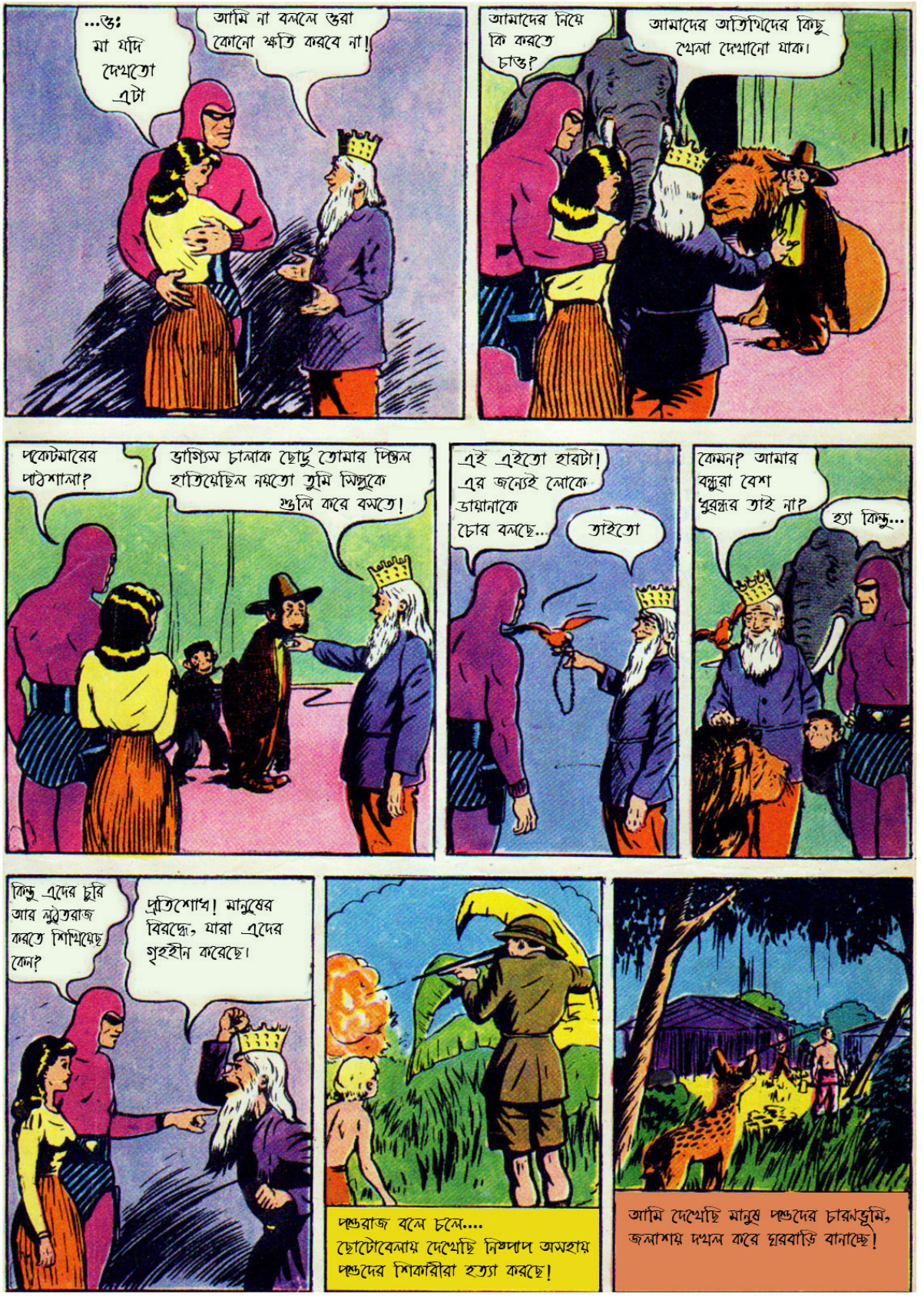
...ওঃ মা যদি দেখতো এটা
আমি না বললে ওরা কোনো ক্ষতি করবে না!
আমাদের নিয়ে কি করতে চাও?
আমাদের অতিথিদের কিছু খেলা দেখানো যাক।
পকেটমারের পাঠশালা?
ভাগ্যিস চালাক ছোট্ট তোমার পিস্তল হাতিয়েছিল নয়তো তুমি সিন্ধুকে গুলি করে বসতে!
এই এইতো হারটা! এর জন্যেই লোকে ডায়ানাকে চোর বলছে...
তাইতো
কেমন? আমার বন্ধুরা বেশ ধুরন্ধর তাই না?
হ্যা কিন্তু...
কিন্তু এদের চুরি আর নৃত্যরাজ করতে শিখিয়েছ কেন?
প্রতিশোধ! মানুষের বিরুদ্ধে, যারা এদের গৃহহীন করেছে।
পশুরাজ বলে চলে.... ছোটোবেলায় দেখেছি নিষ্পাপ অসহায় পশুদের শিকারীরা হত্যা করছে!
আমি দেখেছি মানুষ পশুদের চারণভূমি, জলাশয় দখল করে ঘরবাড়ি বানাচ্ছে!

আমি সেদিনের অপেক্ষায় যেদিন পশুরা মানুষকে শহর, গ্রাম ছাড়া করে নিজেদের জায়গা পুনর্দখল করবে!
বেতাল আমি জানি তুমি পশুদের ভালোবাসো! আমি বুড়ো হয়েছি। এবার তুমি ওদের ভার নিয়ে আমার স্বপ্ন পূরণ করো।
লোকটা জঘন্য পাগল একটা !
আমি রাজি হবার আগে এই হারটা ফেরৎ দিতে হবে!
নিশ্চয়ই! ডায়ানা এটা ফেরৎ দিয়ে আসা পর্যন্ত তুমি আমার বন্দী থাকবে।
সিন্ধু তোমায় জঙ্গলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।
ভেবো না আমি এই ফিরলাম বলে
ওকে খুঁজে না পাওয়া গেলে শাস্তি পাবে তোমরা।
কিন্তু ওস্তাদ, ও তো লোকটার সাথে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেছে।
ওস্তাদ আর তার দলবল অপেক্ষা করে থাকে ডায়ানার জন্যে....
জঙ্গল তো শেষ হয়ে... সিন্ধু.... এবার তুমি ফিরে যাও
খোকারা যে তোমার অপেক্ষায় আছে খুকুমনি
উহ
বামাল সমেত পেয়েছি

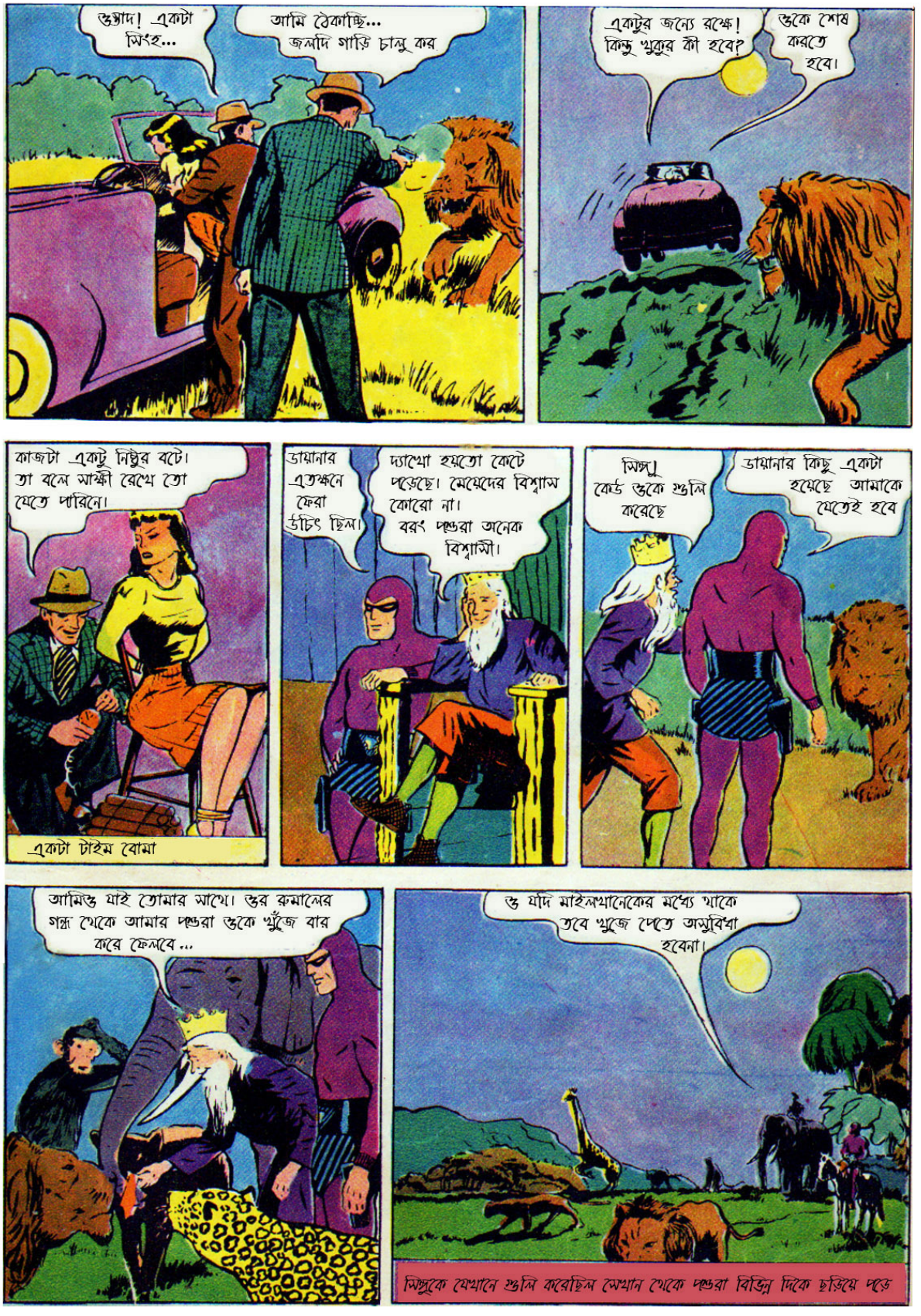
ওস্তাদ! একটা সিংহ...
আমি বৈকাচ্ছি... জলদি গাড়ি চালু কর
একটুর জন্যে রক্ষে! কিন্তু খুকুর কী হবে?
ওকে শেষ করতে হবে।
কাজটা একটু নিষ্ঠুর বটে। তা বলে সাক্ষী রেখে তো যেতে পারিনে।
একটা টাইম বোমা
ডায়ানার এতক্ষনে ফেরা উচিৎ ছিল।
দ্যাখো হয়তো কেটে পড়েছে। মেয়েদের বিশ্বাস কোরো না। বরং পশুরা অনেক বিশ্বাসী।
সিঙ্গু! কেউ ওকে গুলি করেছে
ডায়ানার কিছু একটা হয়েছে আমাকে যেতেই হবে
আমিও যাই তোমার সাথে। ওর রুমালের গন্ধ থেকে আমার পশুরা ওকে খুঁজে বার করে ফেলবে...
ও যদি মাইলখানেকের মধ্যে থাকে তবে খুজে পেতে অসুবিধা হবেনা।
সিঙ্গুকে যেখানে গুলি করেছিল সেখান থেকে পশুরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে

অভিনব খোঁজের শুরু...
সিন্ধুর সাথে চলো ওই ওকে খুঁজে পাবে।
দশটা মিনিট সময় হাতে ও ভাবছে ওকে ফেলে পালিয়েছি... কান্না... জানতেও পারবে না
গররররররর
খোলা জানালার কাছে সিন্ধু দাঁড়িয়ে পড়ে। পরিচিত গন্ধ পায় উষ্ণ বাতাসে, সে গর্জন করে ওঠে...
কেটে পড়ার সময় হলো... একি.. কিসের শব্দ
আমাদের চারদিকে চিড়িয়াখানা ওস্তাদ!
একটা সিংহ... ওঃ সিন্ধু! আমার সিন্ধু সোনা
সিংহ! বাঁচতে চাইলে পালাও
বাঁচাও
ডায়ানার গলা?

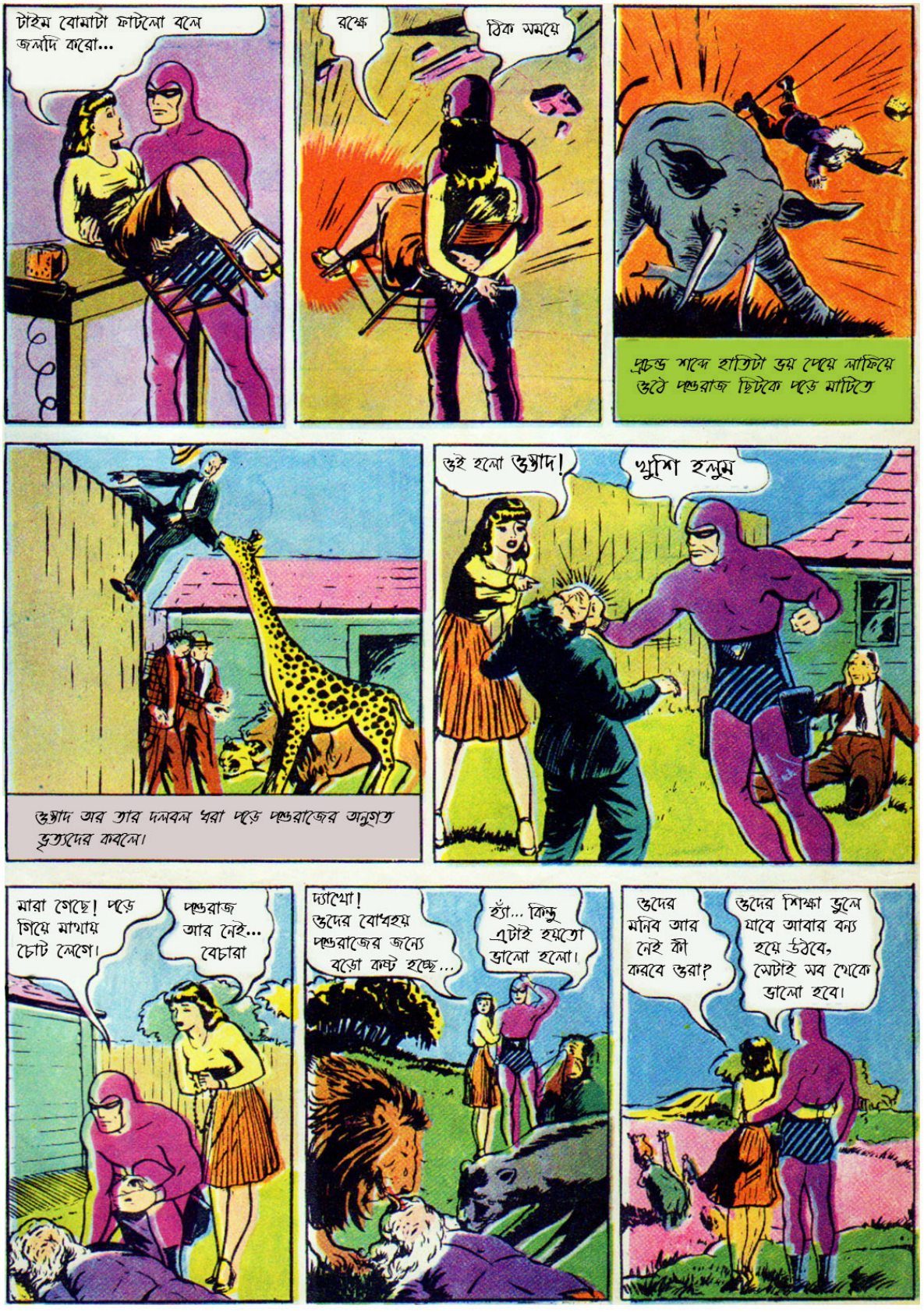
টাইম বোমাটা ফাটলো বলে জলদি করো...
রক্ষে
ঠিক সময়ে
প্রচন্ড শব্দে হাতিটা ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠে পশুরাজ ছিটকে পড়ে মাটিতে
ওস্তাদ আর তার দলবল ধরা পড়ে পশুরাজের অনুগত ভৃত্যদের কবলে।
ওই হলো ওস্তাদ!
খুশি হলুম
মারা গেছে! পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগে।
পশুরাজ আর নেই... বেচারা
দ্যাখো! ওদের বোধহয় পশুরাজের জন্যে বড়ো কষ্ট হচ্ছে...
হ্যাঁ... কিন্তু এটাই হয়তো ভালো হলো।
ওদের মনিব আর নেই কী করবে ওরা?
ওদের শিক্ষা ভুলে যাবে আবার বন্য হয়ে উঠবে, সেটাই সব থেকে ভালো হবে।

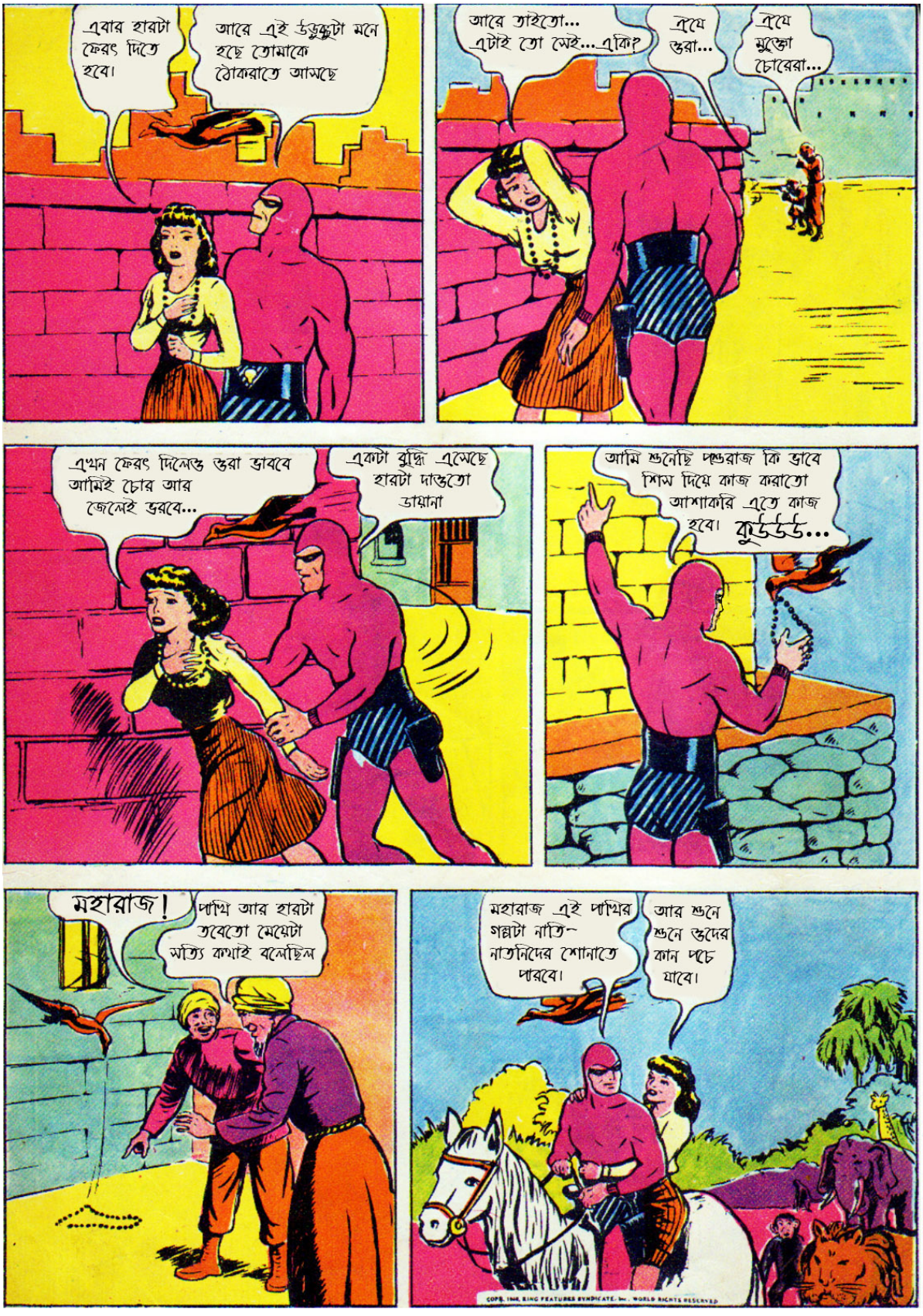
এবার হারটা ফেরৎ দিতে হবে।
আরে এই উড়ুক্কুটা মনে হচ্ছে তোমাকে ঠোকরাতে আসছে
আরে তাইতো... এটাই তো সেই...একি?
ব্রযে ভুরা...
ব্রযে মুক্তো চোরেরা...
এখন ফেরৎ দিলেও ভুরা ভাববে আমিই চোর আর জেলেই ভরবে...
একটা বুদ্ধি এসেছে হারটা দাওতো ডায়ানা
আমি শুনেছি পশুরাজ কি ভাবে শিস দিয়ে কাজ করাতো আশাকরি এতে কাজ হবে। কুউউউউ...
মহারাজ!
পাখি আর হারটা তবেতো মেয়েটা সত্যি কথাই বলেছিল
মহারাজ এই পাখির গল্পটা নাতি-নাতনিদের শোনাতে পারবে।
আর শুনে শুনে ওদের কান পচে যাবে।
COPR. 1948, KING FEATURES SYNDICATE, Inc., WORLD RIGHTS RESERVED

গুরুর আসর
তলওয়ালকার
চা-এর সময় হলো।
আমি জল নিয়ে আসছি
আমি আগুন জ্বালাই
মাস্টারমশাই, কোন কিছু ঠান্ডা থাকলে ফোটে না কেন?
কারন ফোটবার জন্য তাপ দরকার। তবেই ফুটে বাস্প তৈরি হবে। হাইড্রাজেন, অক্সিজেন আর নাইট্রজেন বাস্প হতে খুব কম তাপ লাগে। হাইড্রাজেন মাত্র -২৫০ ডিগ্রী তাপেই ফুটতে থাকে।
চা তৈরি
আমার কাপটা দাও
আগুনটা নেভাতে ভুলো না।
জল কীভাবে আগুন নেভায় মাস্টারমশাই?
দুভাবে। প্রথমতঃ জল আগুনের ওপর পড়ে তাকে অক্সিজেন পেতে দেয়না, দ্বিতীয়ত দাহ্য বস্তু গুলোকে ঠান্ডা করে, ফলতঃ আগুন নিভে যায়।
এখন একটা ধাঁধার উত্তর দাও দেখি। দুজন বাবা দুজন ছেলে প্রত্যেক একটি করে হাঁসকে গুলি করলো। প্রতিটা গুলিতেই হাঁস মরল, কিন্তু মরল মাত্র তিনটি হাঁস। কিভাবে?
কারণ মাত্র তিনটে হাঁসই ছিল।
বোকার মত কথা বলিস না।

রামু তুই পারবি?
আমি পারব না।
মাস্টারমশাই আপনিই বলে দিন।
একজন দাদু একজন বাবা আর একজন ছেলে। তাহলে দুজন বাবা আর দুজন ছেলেই হলো। তাই না?
তাড়াতড়ি করো আমাদের ট্রেনের সময় হয়ে এলো।
কি সুন্দর পিকনিক। আমার তো বাড়ী যেতেই ইচ্ছা করছে না।
মাস্টারমশাই, চলন্ত ট্রেনে কি আমরা ট্রেনের আগে হাঁটতে পারি?
নিশ্চয়ই! যদি তুমি ট্রেন যেদিকে চলেছে সেই দিকেই হাঁটো।
বলতে পারো কোন শহর দুটি মহাদেশেই অবস্থিত?
না
ইস্তাম্বুল। টার্কির রাজধানী। ইউরোপ আর এশিয়া মহাদেশ রয়েছে।
বিড়ালের কটি দাঁত হয় মাস্টারমশাই?
বোকার মতো নয় রামু, বিড়ালের ৩০টি দাঁত।
কি বোকার মতো প্রশ্ন?
আর নয়, এবারের মতো যথেষ্ট হয়েছে। চলো এবার যে যার বাড়ী ফিরে যাই।

ডাক্তার মজারু

বিল স্তুয়েবার

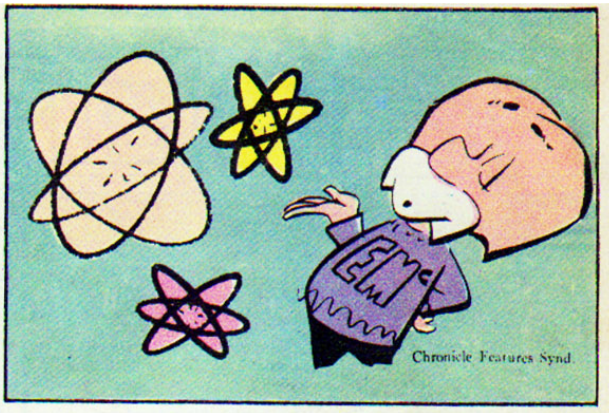

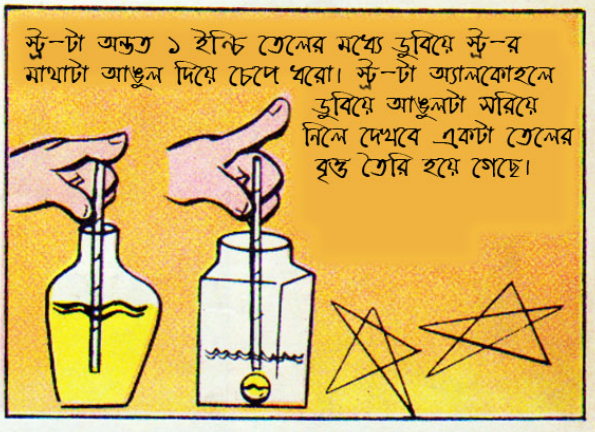

ভিক্স্ ভেপোরাব সঙ্গে সঙ্গে আরাম দেয়··· আপনার বাচ্চার শ্বাসপ্রশ্বাস সহজতর ক'রে তোলে···রাতভোর ভালভাবে ঘুমুতে দেয়!

আরামের জন্যে বাচ্চা আপনার মুখের দিকেই চেয়ে থাকে। তাই আপনার বাচ্চার যখন সর্দির যাতনা হয় ও সর্দির সব প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেয়—নাক দিয়ে কাঁচাজল গড়ানো, চোখ ছলছল করা, গলা ভেঙে যাওয়া, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট—তখন ভিক্স্ ভেপোরাব মালিশ ক'রে দেবেন।

বাচ্চার সর্দিতে ভিক্স্ ভেপোরাব সবচেয়ে ভাল ওষুধ কারণ যেখানে যেখানে সর্দি চেপে বসে যেমন নাকে গলায় ও বুকে সর্দি-আক্রান্ত এইসব জায়গাতেই এটি কার্যকারীভাবে অথচ ধীরেসুস্থে কাজ করে।

সোজা ভিক্স্ ভেপোরাব মালিশ করে গরম কাপড়ে ঢেকেঢুকে বাচ্চাকে আরামে বিছানায় শুইয়ে দেবেন। আপনার বাচ্চা যখন সারারাত অঘোরে ঘুমুবে, ভিক্স্ ভেপোরাব একটানা তার কাজ চালিয়ে যাবে। সকাল-হলেই দেখবেন সর্দির চরম জের কেটে গেছে ও আপনার অত আদরের বাচ্চা ঘুম ভেঙে আবার হাসিখুসি মনে খেলায় মেতেছে।

শোবার সময় সর্দি-আক্রান্ত সব জায়গায় ভিক্স্ ভেপোরাব মালিশ করুন···

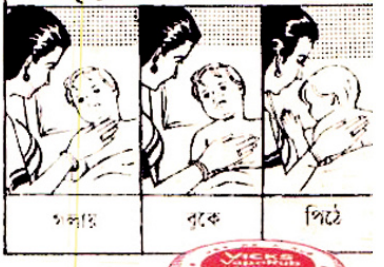

ভিক্স্ ভেপোরাবের আশ্চর্য ২-ধারা ক্রিয়া

শরীরের ওপর ক্রিয়া: বুকের ওপর ভেপোরাবের উষ্ণতার ক্রিয়া আপনার বাচ্চাকে সঙ্গে সঙ্গে আরাম দেয়। বুক ও পিঠের [illegible] ভাব আলগা ক'রে দিয়ে ভেপোরাবের ফলপ্রদ উপাদান বুকের ওপরে কাজ করে।

শরীরের মধ্যে ক্রিয়া: শিশুদেহের স্বাভাবিক তাপে ভেপোরাব দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে পরিণত হয়। বাষ্প হবার পর নাক ও গলার শিশু নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে। শরীরের মধ্যে ভেপোরাবের এই ক্রিয়া নাক ও বুকের সমস্ত রুগ্ন সরিয়ে [illegible] বাড়ার চেষ্টা করে।

ভিক্স্ ভেপোরাব

৩রকম সাইজে

VV 454

Printed and published for the Proprietors Bennett, Coleman & Co., Ltd., by Pyarelal Sah at the Times of India Press, Bombay, India. Editor Mahavir Adhikari.
Indrajal Comics, No December, 1965

ভিউ মাস্টারে ভল্লুক যোগীর কীর্তিকলাপ দেখে তোমার রোমাঞ্চ হবে। ভিউ মাস্টারের সম্পূর্ণ রঙীন স্টিরিও-স্কোপে বিদেশের জীবন্ত ছবি দেখে বেড়ানোর মজা পাবে। বিদেশের নানা দর্শনীয় জায়গা ও শহরগুলো দেখার আনন্দ পাবে। সকলের প্রিয় সজীব কার্টুন ও নামকরা রূপকথার ছবি দেখার অমূল্য সুযোগ।

SAWYERS **VIEW-MASTER**

সস্তায় ভাল, পোর্টেবল ও, ফরেনের নমুনা,
নিকটতম ফোটো বিক্রেতার কাছে পাওয়া যায় অথবা:

প্যাটেল ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

বোম্বাই - কলিকাতা - নিউদিল্লী - মাদ্রাজ